দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

ঘরে-বাইরে সিন্ডিকেট জিম্মি এনসিটিবি

এম এইচ রবিন ●

ঘরে-বাইরের সিন্ডিকেটের জাঁতাকলে নাস্তানাবুদ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজে দৃশ্যমান অনিয়ম ধরা পড়ার পরও এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না এনসিটিবি। একদিকে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের ব্যাপক প্রভাব, অন্যদিকে খোদ এনসিটিবিরই অসাধু কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে অসহায় হয়ে পড়েছে বোর্ড।

জানা গেছে, এনসিটিবি স্তরভিত্তিক বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কার্যাদেশ দেয়। যেমন-- প্রাক-প্রাথমিক,

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

ঘরে-বাইরে সিন্ডিকেট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রাথমিক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বই, ইবতিদায়ি, দাখিল, ভোকেশনাল ও কারিগরি এবং মাধ্যমিক। ২০১৭ সালের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর ক্ষেত্রে কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেক স্তরেই অনিয়ম ধরা পড়ায় কমবেশি জরিমানা হয়েছে। অনিয়মের মধ্যে ছিল বিলম্বে বই সরবরাহ, নিম্নমানের কাগজে মানহীন মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদি।

সময়মতো বই সরবরাহ করতে না পারার অভিযোগ ছিল প্রায় ১০৫টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ফলে শিক্ষার্থীদের অনেকে চলতি বছরের মার্চ মাসেও বই পায়নি। সরকার ও শিক্ষার্থীদের বেকায়দায় ফেলা এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিআর) অনুযায়ী অন্তত ৩৫ কোটি টাকা জরিমানা হওয়ার কথা। কিন্তু এনসিটিবির কিছু কর্মকর্তার রহস্যজনক আচরণের কারণে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যান। এ কারণে প্রায় ১০ কোটি টাকা জরিমানা মওকুফ করে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ২৫ কোটি টাকা জরিমানা আদায় নিয়েও শঙ্কা দেখা দেয়। জরিমানা হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বত্বাধিকারীরা খুবই শক্তিশালী একটি সিন্ডিকেটের। এনসিটিবিতে রয়েছে তাদের রাজনৈতিক ও পেশিশক্তির বিস্তর প্রভাব।

জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের ব্যাপারে নানা অপরাধ করায় জরিমানার উপযোগী ৯১ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়। জরিমানার অর্থ দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি টাকা। কিন্তু বইয়ের সিডি দেরিতে সরবরাহের যুক্তিতে এনসিটিবিরই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ১০ কোটি টাকা জরিমানা মাফ করে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর। জানা গেছে, এর নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছে এনসিটিবির অভ্যন্তরীণ সিন্ডিকেট। এ সিন্ডিকেটের কারণে ফিবছর যারা অনিয়ম করে এবং জরিমানার শিকার হয়, তারাই আবার নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ পেয়ে থাকে। আইনের ফাঁকফোকর বাতিয়ে দেন খোদ বোর্ডেরই একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তারা। এমনকি ২০১৮ সালের পাঠ্যবই ছাপানোর কার্যাদেশেও এমন কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। সরকারের সর্বনিম্ন প্রাক্কলিত দরের চেয়ে ১৮ শতাংশ কম দরে কাজ নিয়েছেন ৩২টি প্রতিষ্ঠান। এনসিটিবির একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা দুর্নীতির মাধ্যমে মানসম্মত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ না দিয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এ কারণে প্রাথমিকের ছয়টি লটের কার্যাদেশ দেওয়ার ছাড়পত্র আটকে দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এতে করে আগামী বছর নির্ধারিত সময়ে বই বিতরণ নিয়ে এখনই দেখা দিয়েছে শঙ্কা।

প্রাথমিকের প্রায় ৩৫ শতাংশ বইয়ের কাজ পেয়েছেন দুলাল সরকার (সরকার প্রিন্টার্স), এস এম মোহসীন (ব্রাইট প্রিন্টার্স) ও রাব্বানী জব্বার (আনন্দ প্রিন্টার্স)। নিজের মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান নানা অনিয়মের কারণে কালো তালিকাভুক্ত হলেও এবার ভিন্ন নামে কাজ নিয়েছেন কেউ কেউ। অথচ ২০১৬ সালে সময়মতো বই না দেওয়ার কারণে সরকার গ্রুপকে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা, আনন্দ প্রিন্টার্স ও একই ব্যক্তির মালিকানাধীন অন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ১ কোটি টাকা, ব্রাইট প্রিন্টার্স ও একই প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন অন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৫৭ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এর আগে ২০১৫ সালেও নিম্নমানের বই দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে উপরোল্লিখিতদের বিরুদ্ধে।

এ প্রসঙ্গে গতকাল এনসিটিবির চেয়ারম্যান আমাদের সময়কে বলেন, যাদের জরিমানা করা হয়, এরা অন্য নামে কাগজপত্র দেখিয়ে পরের বছর পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ নেয়। এখন আমরা দেখি নিয়ম-বিধিমতো কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা? এগুলো ঠিক থাকলে অন্যসব জানার পরও কিছুই করার থাকে না বোর্ডের। আসলে আইনে ফাঁকফোকরে পার পেয়ে যায় সংশ্লিষ্টরা।

প্রাক্কলিত দরের চেয়ে ১৮ শতাংশ কম দরে কার্যাদেশ প্রদান প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, এতে কোনো অনিয়ম হয়নি। প্রাক্কলিত দরের চেয়ে বেশি কম হতে পারে। দরে কম হলেও ছাপানো পাঠ্যবইয়ের মান টেন্ডারের শর্তানুযায়ী করা বাধ্যতামূলক। এর পরও নিম্নমানের কাগজে বই ছাপানো ঠেকাতে বোর্ডের টাস্কফোর্স তদারকি করবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর